দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 NOV 2003
পৃষ্ঠা

আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা

ব্র্যাকের শিক্ষামান দেখাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছে

জড়িতদের বিচার দাবী করেছেন শিক্ষক নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার

ব্র্যাকের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের মিথ্যাচার প্রমাণ করতেই ব্র্যাক
সরকারের একটি বিশেষ মহলের হীন চক্রান্ত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে
পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে কঠো
শাস্তির আওতায় না আনলে ৫ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায়ও প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটা
সমূহ আশংকা থাকবে বলে প্রাথমিক শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আশংকা প্রকাশ করেছেন
প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িতদের বিচারের দাবীতে পৃঃ ১৮ কঃ ১

ব্র্যাকের শিক্ষামান দেখাতে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। কর্মসূচী হচ্ছে : ১ ডিসেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর বিদ্যালয় চলাকালীন ২ ঘণ্টা কর্মবিরতি, ৮ জানুয়ারী সকল উপজেলা সদরে শিক্ষক জমায়েত হয়ে বিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার সংকেত হিসেবে ঘণ্টা মিছিল। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে বৃহত্তর ঢাকার প্রাথমিক শিক্ষক জমায়েত, বিক্ষোভ প্রদর্শন, ঘণ্টা মিছিল এবং ঘণ্টা মিছিল করে ব্র্যাক সেন্টার ঘেরাও।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক বি, এম আসাদ উল্লাহ, সদস্য সচিব মোঃ শামসুল আলমসহ ১৭ জন নেতৃবৃন্দ এক অভিযোগে জানান, প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্র্যাকীকরণের লক্ষ্যে সরকারের একটি বিশেষ মহল অতি তৎপর রয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচী পালন ও বক্তব্যে সচেতন দেশবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিষয়টি তুলে ধরলেও অনেকেই যথাযথভাবে তা অনুধাবন করতে পারেনি। বর্তমানে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার সমাপনী পরীক্ষায় প্রশাসন ব্র্যাক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। এই সুযোগে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের চেয়ে ব্র্যাকে শিক্ষার মান
নেক উন্নত তা প্রমাণের জন্য সরকারের
কটি বিশেষ মহলের গোপন মৌখিক
র্দেশে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায়
দশের বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাপনী
রীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে ব্র্যাক কর্মীরা।
র্গাপুর উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা এ বিষয়টি
য়ে বাদী হয়ে একটি মামলাও করেছেন।
ব্যাপারে নেত্রকোণা জেলার জেলা প্রাথমিক
ক্ষা অফিসার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে
ানান যে, এ বিষয়টি তদন্ত করার জন্য দুই
ন ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি
ঠন করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি আরও
ানান যে, বাংলা ও ইংরেজী বিষয় পরীক্ষা
য়েছে বাকী বিষয়গুলোর পরীক্ষা স্থগিত করা
য়েছে। একই জেলার কলমাকান্দা
পজেলার নাজিরপুর শাখার ল্যাংড়া কেন্দ্রের
্যাক শিক্ষা প্রকল্পের ম্যানেজারের নি
মাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ফটোক
াওয়া গেছে। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পরে
শ্নের সাথে উক্ত ফটোকপি প্রশ্ন হুবহু মি
য় বলে প্রাথমিক শিক্ষকগণ জানিয়েছেন
পর এক তথ্যে জানা যায়, রংপুর জে
ঠাপুকুর উপজেলায় একটি পরীক্ষা কে
নৈক ব্র্যাক কর্মীর কাছে সমাপনী পরীক্
ল প্রশ্নের হাতে লেখা কপি পাওয়া গে
রীক্ষা চলাকালীন সময় উক্ত ব্র্যাক
োবাইল ফোনে একজন ব্র্যাক শিক্ষার্থ
শ্ন উত্তর বলে দেয়ার সময় স্থানীয় শি
র্মকর্তা ও শিক্ষকগণ হাতে নাতে তাকে
রে। পরবর্তী পর্যায়ে উপজেলা শি
ফিসার জনাব শাজাহান সিদ্দিক ব্র
্মীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষি
্যাক কর্মী অপর এক ব্র্যাক কর্মীর নি
থকে প্রশ্ন পেয়েছেন বলে ঘটনার সত
ীকার করে। এ বিষয়ে উপজেলা শি
র্মকর্তা তাদের লিখিত জবানবন্দী
চলেকা গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দেন।
মনিভাবে সারা দেশে উর্ধ্বতন একটি বি
মহলের নির্দেশে পরিকল্পিত
ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ব্র্যাকের শিক্ষার
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মা
চেয়ে উন্নত প্রমাণ করার লক্ষ্যে প্রাথ
শিক্ষাকে ব্র্যাকীকরণের হীন ষড়যন্ত্রে
রয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ এ জাতীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা
প্রতিবাদ জানিয়ে ঘটনার সুষ্ঠু প্রতিকারের
দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্য
গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের
আবেদন জানান। অন্যথায় এ জাতীয় ঘট
সারা দেশে বিক্ষুব্ধ প্রাথমিক শিক্ষক স
কর্তৃক কোন অঘটন ঘটলে তার জন্য সর
দায়ী থাকবে। নেতৃবৃন্দ আগামী বৃত্তি পরী
অনুরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির আশ
প্রকাশ করে বলেন, পুনঃ এ জাতীয় ঘ
প্রাথমিক শিক্ষায় মারাত্মক ধ্বংস নামবে।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভা
মোঃ নুরুল আনোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক
সিদ্দিকুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে ব
দেশ ও জাতি যখন কিছুটা হলেও দুর্নীতি
এবং পাশাপাশি দেশের শিক্ষাঙ্গনও
শান্তিপূর্ণ পরিবেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে,
সে মুহূর্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রে
সমাপনী পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘ
দেশ ও জাতিকে হতবাক ও বিস্মিত করে
ইতোমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রশ্নপত্র
হবার ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায় এর সত
প্রশ্নাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাথ
শিক্ষক সমিতি বরাবরই বলে আসছে ব্র
সারাদেশে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে সফ
অর্জন করলেও প্রাথমিক শিক্ষায় ব্য
ভরপুর। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গ
অভিভাবকদের আর্থিক অসহায়ত্বের সু
নিয়ে ঋণদানের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যাল
শিক্ষার্থীদেরকে তাদের বিদ্যালয়ে এনে
করে নামমাত্র স্বল্প সময়ের জন্য পড়তে
করে। ব্র্যাকের এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘট
জন্য তীব্র প্রতিবাদ এবং দোষী ব্যক্তিদে
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের জন্য বাংলা
প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জোর দাবী জানা
সমাপনীর মত প্রাথমিক বৃত্তি পরী
প্রশ্নপত্রেও একই ধরনের ঘটনার পুনরা
হলে পুরো প্রাথমিক শিক্ষায় ধস না